অনুশীলনী-১

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থানের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : সাধারণত স্বল্প সময়ের জন্য যে অর্থ বা তহবিল সংগ্রহ ও সরবরাহ করা হয়, তাকে স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন বলে। এটির মেয়াদ ১ বছর বা তার কম হয়। ঋণ হিসাবে এ অর্থ সংগৃহীত হয়। এ ধরনের তহবিল তুলনামূলকভাবে সহজলভ্য ও ব্যয় কম হয়। এটি প্রধানত চলতি পুঁজির প্রয়োজন মেটায়।

২। মধ্যমেয়াদি অর্থায়ন কাকে বলে?

উত্তর : স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তাকে মধ্যমেয়াদি অর্থায়ন বলে। এর মেয়াদকাল সাধারণত ১ থেকে ৫ বছর হয়ে থাকে।

৩। দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন কাকে বলে?

উত্তর : দীর্ঘ সময়ের জন্য যে অর্থ বা ঋণ গ্রহণ করা হয়, তাকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন বলে। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলো এ জাতীয় ঋণ বেশি ব্যবহার করে। এর মেয়াদ ৭—১৫ বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে।

৪। শেয়ার বাজারের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : যে বাজারে তালিকাভুক্ত সরকারি বা বেসরকারি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার বা ঋণপত্র বিধি মোতাবেক ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, তাকে শেয়ার বাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জ বলে।

৫। সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কী?

উত্তর : সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন হচ্ছে বাংলাদেশের পুঁজি বাজার নিয়ন্ত্রণের আইনগত সংস্থা, যা ১৯৯৩ সালে রচিত হয়। নতুন কোম্পানিকে বাজারে শেয়ার ছাড়তে হলে এ কোম্পানির অনুমতি নিতে হয়। কেউ নিয়ম বহির্ভূত লেনদেন ও জালিয়াতি করলে এ সংস্থা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৬। শেয়ার কী?

উত্তর : যৌথ মূলধনি কারবারে মোট মূলধনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে শেয়ার বলে।

৭। সূচক কাকে বলে?

উত্তর : সাধারণত শেয়ার বাজারের লেনদেনের গতি বা সার্বিক অবস্থা বুঝার জন্য সূচক ব্যবহার করা হয়। সূচকের ওঠানামা বাজারের গতি সম্পর্কের তথ্য দেয়। অধিকাংশ কোম্পানির শেয়ারের দাম বাড়লে সূচক বাড়ে, আবার দাম কমলে সূচক কমে।

৮। অর্থায়ন (Finance) সংজ্ঞা দাও। [বাকাশিবো-২০১৮]

উত্তর : অর্থায়ন শব্দটি ইংরেজি Finance শব্দ। এর প্রতিশব্দ যা ল্যাটিন শব্দ Finis হতে উৎপত্তি লাভ করেছে। যার মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, তহবিল সংগ্রহ এবং সংগৃহীত তহবিলের সুষ্ঠু বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্পদ সর্বাধিকরণকে বুঝায়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। ব্যবসায় অর্থায়নের লক্ষ্য বর্ণনা কর।

উত্তর : মূলধনের সার্বিক ব্যবহারের মাধ্যমে পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জনের জন্য মূলধন সংগ্রহ করা অর্থায়নের মুখ্য উদ্দেশ্য। নিম্নে অর্থায়নের লক্ষ্য দেওয়া হলো :

১। মূলধন সংগ্রহ
২। মূলধন সংরক্ষণ
৩। মূলধন বিনিয়োগ
৪। মুনাফা সর্বাধিকরণ
৫। সম্পদের সর্বাধিকরণ।

২। আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থসংস্থান পদ্ধতিকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা বলা হয়। অর্থাৎ ব্যবসায় পরিচালনায় অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি আর্থিক ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত। ব্যাপক অর্থে, আর্থিক ব্যবস্থাপনা বলতে সেই পদ্ধতিকেই বুঝায়, যা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে উপযুক্ত খাতে বিনিয়োগ এবং মুনাফা বণ্টনের সার্বিক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে থাকে।

আর এ. স্টিভেনসন এর মতে, আর্থিক ব্যবস্থাপনা বলতে ঐ সকল পদ্ধতিকে নির্দেশ করে, যা দ্বারা তহবিল সংগ্রহ করা যায় এবং তহবিল ব্যবস্থাপনা ও বণ্টন সম্ভবপর হয়।

উত্তর ঃ মুনাফা সর্বাধিকরণ ... সরবরাহের মাধ্যমে ...
ভোক্তাদের চাহিদামতো মানসম্মত পণ্য ও সেবা সরবরাহের মাধ্যমে ... সর্বাধিকরণ

৮। **সম্পদ সর্বাধিকরণ বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর ঃ সাধারণত দীর্ঘকালীন সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠানের মূল্য বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে সম্পদ সর্বাধিকরণ

৯। **অর্থ ও অর্থায়নের মাঝে পার্থক্য লেখ।**

উত্তর ঃ অর্থ ও অর্থায়নের মাঝে পার্থক্য নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ

অর্থ	অর্থায়ন
১। দৈনন্দিন অর্থনৈতিক কাজ করার জন্য যে টাকাপয়সা ব্যবহার করা হয় তাই অর্থ।	১। অর্থায়ন কথাটি বা এর ব্যব... উৎপত্তি।
২। অর্থ মূল্য নির্ধারক ও মূল্য বাহক।	২। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তিনটি ... মুদ্রা বাজার বিনিয়োগ এবং ... অর্থায়ন গঠিত।
৩। অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যবহারযোগ্য।	৩। যে-কোনো প্রতিষ্ঠানে অ... অর্থায়নের লক্ষ্য।

HP রচনামূলক প্রশ্নাবলি ঃ

১। **অর্থায়নের কার্যাবলি আলোচনা কর।**

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ১.১.২ নং দ্রষ্টব্য।

২। **অর্থায়নের নীতিমালা আলোচনা কর।**

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ১.১.৩ নং দ্রষ্টব্য।

৩। **অর্থায়নের গুরুত্ব আলোচনা কর।**

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ১.২ নং দ্রষ্টব্য।

৪। **অর্থায়নের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।**

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ১.২.১ নং দ্রষ্টব্য।

৫। **সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর।**

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ১.২.২ নং দ্রষ্টব্য।

৬। **ব্যবসায় অর্থায়নের আওতা বা পরিধি আলোচনা কর।**

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ১.৩ নং দ্রষ্টব্য।

৭। **অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।**

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ১.৪ নং দ্রষ্টব্য।

১। একমালিকানা সংগঠন : যে ব্যবসায় সংগঠনের মালিক ... ... ৫০ জন সদস্য ...

২। অংশীদারি সংগঠন : ১৯৩২ সালে অংশীদারি আইনানুযায়ী সর্বনিম্ন দুইজন হতে সর্বোচ্চ ২০ জন সদস্য ...

-ভিত্তিতে যে ব্যবসায় গঠন করা হয়, তাকে অংশীদারি সংগঠন বলে।

৩। যৌথ মূলধনি কোম্পানি : যৌথ মূলধনি কোম্পানি ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনানুযায়ী গঠিত ও পরিচালিত হয়। এ...

দুই প্রকার—

(i) প্রাইভেট লিমিটেড কোং : সদস্য সংখ্যা ০২ থেকে ৫০ জন।

(ii) পাবলিক লিমিটেড কোং : সদস্য ০৭ হতে শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ।

৪। সমবায় সমিতি : সমতার ভিত্তিতে একই শ্রেণিভুক্ত মানুষ সমবায় আইন অনুযায়ী যে ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোলে তাকে সমবায় সমিতি বলে।

৫। ব্যবসায় জোট : কিছু পৃথক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা পরিহার করে একটি ব্যবস্থাপনার অধীনে ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনা করে তখন তাকে ব্যবসায় জোট বলে।

৬। যৌথ উদ্যোগ : দুই বা ততোধিক দেশি ও বিদেশি কোম্পানির সমন্বয়ে কোনো ব্যবসায় গঠিত হলে তাকে যৌথ উদ্যোগ বলে। এটির মাধ্যমে বিদেশি পুঁজি, প্রযুক্তি এবং কারিগরি দক্ষতার সহজ আগমন ঘটে।

৭। রাষ্ট্রীয় সংগঠন : দেশের সরকার বা রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত সংগঠনকে রাষ্ট্রীয় সংগঠন বলে।

পরিশেষে বলা যায়, মানুষের বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যেই সংগঠনের এ প্রকারভেদের জন্ম। যা ব্যবসায়ের আওতাকে করেছে সমৃদ্ধ এবং ব্যবসায়কে করেছে আরো প্রতিযোগিতাপূর্ণ।

অনুশীলনী-২

HP অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। ভূমি কী?

উত্তর : ভূমি বলতে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগকে বুঝায়, তবে অর্থনীতিতে প্রকৃতি প্রদত্ত সকল সম্পদকেই ভূমি বলে।

২। শ্রম কী?

উত্তর : পারিশ্রমিকের বিনিময়ে উৎপাদনে কাজে নিয়োজিত মানুষের সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক কর্ম প্রচেষ্টাকে শ্রম বলে।

৩। উৎপাদনশীল শ্রম কী?

উত্তর : যে শ্রম অতিরিক্ত কিছু উৎপাদন করে তাকে উৎপাদনশীল শ্রম বলে।

৪। ব্যবসায় জোট কী?

উত্তর : পৃথক পৃথক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যখন অতিরিক্ত সুবিধা প্রাপ্তির প্রত্যাশায় একত্রিত হয়ে একই ব্যবস্থাপনার অধীনে পরিচালিত হয়, তাকে ব্যবসায় জোট বলে।

৫। সমবায় সমিতি কী?

উত্তর : সমতার ভিত্তিতে একই শ্রেণিভুক্ত মানুষ সমবায় আইন অনুযায়ী যে ব্যবসায় গড়ে তোলে, তাকে সমবায় সমিতি বলে।

৬। শিল্পখাত কী?

উত্তর : প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার করে রূপগত উপযোগ সৃষ্টি সংশ্লিষ্ট খাতগুলো হলো শিল্পখাত।

উত্তর ঃ [illegible]।

৮। **কারবার সংগঠন কাকে বলে?**

উত্তর ঃ কারবারি উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে যে প্রক্রিয়ায় কারবারের বিভিন্ন উপকরণসমূহের সামঞ্জস্যপূর্ণ সংযোগ ও সমন্বয়সাধন করা হয়, তাকে কারবার সংগঠন বলে।

৯। **কারবার বা ব্যবসায় কাকে বলে?**

উত্তর ঃ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের ক্রয়-বিক্রয়, উৎপাদন, বণ্টন এবং এদের সহায়ক যাবতীয় ঝুঁকিপূর্ণ কার্যকলাপ ও প্রচেষ্টাকে কারবার বলে।

১০। **কারবার কীভাবে পুঁজি গঠন করে?**

উত্তর ঃ কারবার ব্যাংক, বিমা ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ, বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্র করে পুঁজি গঠনে সহায়তা করে।

১১। **কারবার কী কী ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করে?**

উত্তর ঃ কারবার স্বত্বগত, আকৃতিগত, স্থানগত, কালগত, ঝুঁকিগত ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের উপযোগ সৃষ্টি করে।

HP সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। **কারবারের মৌলিক উপাদানগুলো কী?**

উত্তর ঃ কারবারের মৌলিক উপাদানগুলো হলো ঃ

(i) নির্দিষ্ট স্থান
(ii) মূলধন
(iii) শ্রম
(iv) সংগঠন
(v) পণ্য ও সেবা
(vi) ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা
(vii) আইনগত বৈধতা।

২। **কারবারের মানবিক উদ্দেশ্যাবলি কী?**

উত্তর ঃ কারবারের মানবিক উদ্দেশ্যাবলি নিম্নরূপ ঃ

(i) ন্যায্য পারিশ্রমিক
(ii) মানবীয় সম্পর্ক
(iii) চাকুরির স্থায়িত্ব
(iv) উপযুক্ত কার্য পরিবেশ
(v) শ্রমিক কল্যাণ।

৩। **পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) কাকে বলে?**

উত্তর ঃ কোনো প্রকল্প বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান যখন কারবারি ও বেসরকারি যৌথ মালিকানাধীনে গঠিত ও পরিচালিত হয়, তখন তাকে Public Private Partnership বলে।

৪। **বাস্তব সম্পদ কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০১৮]

উত্তর ঃ Real asset বা বাস্তব সম্পদ হলো এমন এক ধরনের সম্পদ যার বাহ্যিক কাঠামো রয়েছে এবং এ ব্যবসায় সম্পদের একটি মূল্য থাকে। এ জাতীয় সম্পদগুলো হলো ভূমি, দালানকোঠা, আসবাবপত্র ইত্যাদি। এ ধরনের সম্পদগুলো ব্যবহার করেই যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্য Brookfield-এর ২০১৭ সালের এক গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী, একটি প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদের ৫৭% প্রাকৃতিক সম্পদ, ২৩% ভূ-সম্পত্তি এবং ২০% অবকাঠামোগত সম্পদ থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, XYZ কোম্পানির একটি গাড়ি বহর, একটি কারখানা এবং বিপুল সংখ্যক যন্ত্রপাতি রয়েছে, যেগুলোকে Real asset বা বাস্তব সম্পদ বলা হয়।

রচনামূলক প্রশ্নাবলি ঃ

১। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ২.৩.১ নং দ্রষ্টব্য।

২। কারবার সংগঠনের কার্যাবলি আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ২.৩.২ নং দ্রষ্টব্য।

৩। ভূমির উপাদান আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ২.৪.৫ নং দ্রষ্টব্য।

৪। ভূমির গুরুত্ব আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ২.৪.৩ নং দ্রষ্টব্য।

৫। শ্রমের গুরুত্ব আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ২.৫.২ নং দ্রষ্টব্য।

৬। শ্রমের উপাদান আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ২.৫.৪ নং দ্রষ্টব্য।

৭। মূলধন গঠনের উপাদানসমূহ আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ২.৬.২ নং দ্রষ্টব্য।

৮। সংগঠনের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ২.৭.১ নং দ্রষ্টব্য।

অনুশীলনী-৩

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। আর্থিক সম্পদ কী?

উত্তর ঃ লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে যা কিছু ব্যবহার করা হয়, তাকে আর্থিক সম্পদ বলে। যেমন– Money, Stock, Bond.

২। মুদ্রা কী?

উত্তর ঃ সরকারের নির্দেশনায় বাংলাদেশ ব্যাংক হতে যে ছাপানো কাগজি বা ধাতব মুদ্রা ইস্যু করা হয় এবং যাতে অভিহিত মূল্য লেখা থাকে, তাকে মুদ্রা বলে।

৩। প্রাইজবন্ড কী?

উত্তর ঃ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সঞ্চয়ের লক্ষ্যে প্রবর্তিত একপ্রকার কাগজের মুদ্রা পদ্ধতিকে প্রাইজবন্ড বলে।

৪। সিকিউরিটি কাকে বলে?

উত্তর ঃ সরকারের বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্য যে Bond ইস্যু করা হয়, তাকে সিকিউরিটি বলা হয়।

৫। বাণিজ্যিক কাগজ কী?

উত্তর ঃ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বল্পমেয়াদি ঋণ সংগ্রহের জন্য Face value বিশিষ্ট যে কাগজ ইস্যু করা হয়, তাকে বাণিজ্যিক কাগজ বলে।

৬। উৎস কর কী?

উত্তর ঃ সরকারি সিকিউরিটি হতে প্রাপ্তসুদের উপর কর উৎসস্থলে কেটে রাখা হলে তাকে উৎস কর বলে। বর্তমানে এ হার ২০%।

৭। প্রাথমিক বাজার কাকে বলে?

উত্তর ঃ নতুন ইস্যুকৃত সিকিউরিটি যে বাজারে বিক্রয় করা হয়, তাকে প্রাথমিক বাজার বলে।

৮। মাধ্যমিক বাজার কাকে বলে?

উত্তর ঃ কোম্পানির ইস্যুকৃত ও পূর্বে বিক্রিত সিকিউরিটিজ পুনরায় ক্রয়-বিক্রয় করার বাজারকে মাধ্যমিক বাজার বলে।

৯। প্রত্যক্ষ সংস্থাপন কী?

উত্তর ঃ কোম্পানির প্রতিনিধি যখন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট সরকারি উপস্থিত হয়ে সিকিউরিটিজ ক্রয়ের প্রস্তব দেয়, তাকে প্রত্যক্ষ সংস্থাপন বলে।

১০। জামানত কী?

উত্তর ঃ ফসলের অর্থ সুদসহ যথাসময়ে ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তার জন্য ঋণগ্রহীতার নিকট হতে যে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখা হয়, তাকে সিকিউরিটি বলে।

১১। স্থিতিশীলতা কী?

উত্তর ঃ কোনো সম্পদের বাজারমূল্য ওঠানামা না করলে তাকে স্থিতিশীলতা বলে।

১২। তারল্য কী?

উত্তর ঃ কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পদের মূল্য নগদ অর্থে রূপান্তরের ক্ষমতাকে তারল্য বলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। আর্থিক সম্পদ কাকে বলে?

উত্তর ঃ যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন– ভোগ, বিনিময়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ইত্যাদি পরিচালনার জন্য একটি সাধারণ মাধ্যমের প্রয়োজন হয়, যাতে ব্যবসায়ী বা ভোক্তাদের মতো সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো পারস্পরিক বিনিময় কার্যসম্পাদন করতে পারে। আর এ জাতীয় পারস্পরিক বিনিময় কার্যসম্পাদনের জন্য যে মাধ্যম ব্যবহার করা হয়, তাকে আর্থিক সম্পদ বলে। যেমন– মুদ্রা, স্টক, বন্ড ইত্যাদি।

কোনো সম্পদকে আর্থিক সম্পদ হতে হলে নিচের তিনটি শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে, যেমন–

(i) মালিকানাস্বত্ব থাকতে হবে।

(ii) আর্থিক মূল্য থাকতে হবে এবং

(iii) আর্থিক মূল্য চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

উপরের আলোচনা হতে বলা যায়, আর্থিক সম্পদ অন্যান্য স্থাবর সম্পদ হতে আলাদা। কারণ ভূমি, দালানকোঠার মতো সম্পদগুলো ধরা বা ছোঁয়া যায়। কিন্তু আর্থিক সম্পদ ধরা বা ছোঁয়া বলতে এক টুকরো কাগজকে বুঝায়, যার দ্বারা ঐ সম্পদের মূল্য নির্ধারিত হয়।

২। সরকারি ও বেসরকারি আর্থিক সম্পদের পার্থক্য দেখাও। [বাকাশিবো-২০১৮]

উত্তর ঃ **সরকারি আর্থিক সম্পদ ঃ** সরকারি আর্থিক সম্পদ বলতে বুঝায়, যে-সকল মাধ্যম ব্যবহার করে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ ও পরিশোধ করা হয়।

বেসরকারি আর্থিক সম্পদ ঃ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে-সকল মাধ্যম ব্যবহার করে অর্থ সংগ্রহ ও পরিশোধ করে তাকে বেসরকারি আর্থিক সম্পদ বলে।

নিচে উভয় সম্পদের মধ্যকার পার্থক্য আলোচনা করা হলো ঃ

বিষয়	সরকারি আর্থিক সম্পদ	বেসরকারি আর্থিক সম্পদ
১। উদ্দেশ্য ঃ	একটি দেশের আর্থসামাজিক কল্যাণসাধনের জন্য এ জাতীয় সম্পদ ইস্যু করা হয়।	কোনো প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও মুনাফা সর্বাধিকরণের জন্য এ জাতীয় সম্পদ ইস্যু করা হয়।
২। উদাহরণ ঃ	সঞ্চয়পত্র, প্রাইজবন্ড, ট্রেজারি বিল ইত্যাদি।	শেয়ার, কাগজপত্র, বাণিজ্যিকপত্র ইত্যাদি।
৩। উৎস কর ঃ	এ জাতীয় সম্পদের উপর ক্ষেত্র বিশেষে উৎসে কর কর্তন করা হয়।	এক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন করা হয় না।
৪। দেউলিয়া ঃ	ঋণ পরিশোধের ব্যর্থতায় সরকার কখনও দেউলিয়া হয় না।	ঋণ পরিশোধ ব্যর্থতার জন্য দেউলিয়া হতে পারে।
৫। পুরস্কার ঃ	সরকার লটারির মাধ্যমে পুরস্কারের ব্যবস্থা করে।	এক্ষেত্রে পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই।

৩। আর্থিক বাজার কাকে বলে?

উত্তর ঃ একটি দেশের অর্থনীতিতে দুটি শ্রেণি বিদ্যমান। একটি হলো Surplus unit এবং অন্যটি হলো Deficit unit। ব্যয়ের তুলনায় আয়ের পরিমাণ বেশি হওয়ায় উদ্বৃত্ত অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়, অপরদিকে ব্যয়ের তুলনায় আয়ের পরিমাণ কম হওয়ায় ঘাটতি অর্থসংস্থানের প্রয়োজন হয়। অর্থনৈতিক কার্যক্রম সবল ও গতিশীল করার জন্য উদ্বৃত্ত অর্থ ঘাটতি শ্রেণির নিকট পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

হলো সুদসহ ঋণের অর্থ যথাসময়ে ফেরত পাওয়া। তাই ঋণ প্রদানের ... আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যে স্থায়ী বা অস্থায়ী সম্পদ ফেরত প্রদানের শর্তে গ্রহণ করে সে স... জামানতকৃত সম্পদ বলে।

অন্যদিকে ব্যবসায়ী ফার্ম বা কোম্পানিগুলো প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের বিপরীতে স্থাবর ... নজর দেয়। কারণ অর্থ ফেরতের নিশ্চয়তা পেলেই কেবল আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যেম... প্রদান করে থাকে।

এ ব্যবস্থায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণগ্রহীতাকে কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পদ বন্ধক রে... ব্যক্তিগত জামানতের বিনিময়ে ঋণ প্রদান করে থাকে। ঋণগ্রহীতা সময়মতো ঋণের টাকা... আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিরাপত্তামূলকভাবে জামানতকৃত সম্পদ বিক্রয় করে সুদসহ ঋণের টা...

ড: এর আর খান এর মতে "ঋণের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে ঋণের বিপরীতে যে স্থাব... গ্যারান্টি সংরক্ষণ করা হয়, তাকে নিরাপত্তামূলক সম্পদ বলে।"

উপরের আলোচনার মাধ্যমে আমরা বলতে পারি যে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ... জন্য কোনো মূল্যবান সম্পদ বন্ধক রাখা বা ব্যক্তি জামানতের যে বন্দোবস্ত করা হয়, তাকে... সম্পদ বলে।

রচনামূলক প্রশ্নাবলি :

১। আর্থিক সম্পদের প্রকারভেদ বা শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত : ৩.১.১ নং দ্রষ্টব্য।

২। সরকারি আর্থিক সম্পদগুলো আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত : ৩.১.২ নং দ্রষ্টব্য।

৩। বেসরকারি আর্থিক সম্পদগুলো আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত : ৩.১.৩ নং দ্রষ্টব্য।

৪। প্রাথমিক বাজারের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত : ৩.২.২ নং দ্রষ্টব্য।

৫। মাধ্যমিক বাজারের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত : ৩.৩.১ নং দ্রষ্টব্য।

৬। উত্তম জামানতের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

... নং দ্রষ্টব্য।

অনুশীলনী-৪

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। যৌথ মূলধনি কারবার কাকে বলে?

উত্তর : বৃহদায়তন যে কারবারের কতিপয় ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় যৌথভাবে মূলধন সরবরাহ করে, তাকে যৌথ মূলধনি কারবার বলে।

২। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি কাকে বলে?

উত্তর : কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী, সীমিত দায় ও চিরন্তন অস্তিত্ব বিশিষ্ট যে কোম্পানির সদস্য সংখ্যা ন্যূনতম ৭ জন এবং সর্বোচ্চ শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ তাকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলে।

৩। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কাকে বলে?

উত্তর : সর্বনিম্ন ২ জন ও সর্বোচ্চ ৫০ জন সদস্য নিয়ে অবাধে হস্তান্তরযোগ্য শেয়ার দ্বারা যে কোম্পানি গঠিত হয়, তাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলে।

৪। কর্পোরেশন কোন সালের আইন দ্বারা পরিচালিত হয়?

উত্তর : বাংলাদেশে বলবৎযোগ্য ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হয়।

৫। কোম্পানির গঠনতন্ত্র কাকে বলে?

উত্তর : সংঘস্মারক বা স্মারকলিপিকে কোম্পানির গঠনতন্ত্র বলে।

৬। শেয়ার কী?

উত্তর : যৌথ মূলধনি কোম্পানির মোট মূলধনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে শেয়ার বলে।

৭। আয়কর কী? [বাকাশিবো-২০১

উত্তর : আয়বর্ষে কোনো করদাতার বিভিন্ন উৎস হতে যে আয় হয় তা করযোগ্য ন্যূনতম সীমা অতিক্রম করলে আয় আইন অনুসারে ঐ আয়ের উপর প্রদেয় করকে আয়কর বা Income tax বলে।

৮। ভাউচার কাকে বলে?

উত্তর : ভাউচার বলতে এমন এক ধরনের লিখিত দলিলকে বুঝায়, যা পরিশোধকৃত টাকার প্রমাণপত্র হিসাবে রেকর্ড থাকে।

৯। কর অবকাশ কী?

উত্তর : কর অবকাশ হচ্ছে অস্থায়ী কর হ্রাস বা কর্তন ব্যবস্থা। যে-সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে কর অবকাশ দেওয়া হয়েছে শিল্প অঙ্গীকার করেছে এবং সকল শর্তপূরণ করে ১ জুলাই ২০০১ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ সালের মধ্যে ভৌত অবকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১০। রিটার্ন দাখিলের পদ্ধতিগুলো কী?

উত্তর : দুটি পদ্ধতি আছে, যেমন–

(i) সাধারণ পদ্ধতি এবং

(ii) সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতি।

১১। E-TIN কী?

উত্তর : E-TIN হলো Electronic Tax Indentification Number। এতে ১২ Digit-এর একটি নাম্বার থাকে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। যৌথ মূলধনি কারবার কীভাবে গঠিত হয়?

উত্তর : ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী যৌথ মূলধনি কারবার গঠিত হয়। গঠন পদ্ধতি হলো :
১। প্রাথমিক পর্যায়
২। দলিলপত্র প্রণয়ন
৩। নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ
৪। কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ।

২। বিবরণপত্র কী?

উত্তর : পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠিত হওয়ার পর মূলধন সংগ্রহের জন্য জনগণকে কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের আমন্ত্রণ জানিয়ে যে প্রচারপত্র বা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়, তাকে বিবরণপত্র বলে।

৩। শেয়ার ও ঋণপত্রের মাঝে পার্থক্য দেখাও।

উত্তর : শেয়ার এবং ঋণপত্র উভয় কোম্পানির অর্থ সংগ্রহের মাধ্যম হলেও উভয়ের মাঝে নিম্নোক্ত পার্থক্যগুলো বিদ্যমান–

পার্থক্যের বিষয়	শেয়ার	ঋণপত্র
১। মালিকানা :	শেয়ারের ক্রেতাগণ কোম্পানির মালিক।	ঋণপত্রের ক্রেতাগণ কোম্পানির পাওনাদার বা ঋণদাতা।
২। প্রতিদান :	শেয়ারহোল্ডারগণ লভ্যাংশ পায়।	মালিকরা সুদ পায়।
৩। নিশ্চয়তা :	মুনাফা অর্জিত হলে পরিচালকদের সম্মতিতে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়।	মুনাফা অর্জিত হোক বা না হোক নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করা হয়।

৪। যৌথ মূলধনি কারবার কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : নির্দিষ্ট আইনের আওতায় সৃষ্টি হয় বলে আইন একে রক্তমাংসে গড়া মানুষের ন্যায় একটি কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা প্রদান করেছে। যদিও একে দেখা বা ছোঁয়া যায় না বা মানুষের ন্যায় ভোটাধিকার থাকে না। যেমন– কোম্পানির সকল সদস্যদের মৃত্যু হলেও কেবলমাত্র নাম ও সিলের দ্বারা এটি টিকে থাকে এবং নিজ নামে কারবার পরিচালনা করে।

৫। আয়করের উদ্দেশ্যগুলো কী কী?

উত্তর : আয়করের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ–

১। **রাজস্ব আদায় :** আয়কর ধার্যের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো রাজস্ব আদায় করা। সরকারের বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয় সরকার তা রাজস্ব আয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করে।

২। **শিল্প সংরক্ষণ :** দেশীয় শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের উপর কম হারে এবং বিদেশ হতে ঐ একই পণ্য আমদানির উপর বেশি হারে আয়কর ধার্য করে দেশীয় শিল্পের বিকাশ ঘটানো হয়।

৩। **ভোগ নিয়ন্ত্রণ :** আয়কর ধার্যের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ভোগ নিয়ন্ত্রণ করা। মদ, গাঁজা, আফিম প্রভৃতি ক্ষতিকর দ্রব্যের ভোগ হ্রাস করার জন্য এসব দ্রব্যের উপর আয়কর ধার্য করা হয়।

৪। **আয়ের পুনর্বণ্টন :** দেশের সম্পদ ও আয়ের সুষম বন্টনের উদ্দেশ্যে আয়কর ধার্য করা হয়।

৫। **অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** উন্নয়নশীল দেশের আয়কর ধার্যের অন্যতম উদ্দেশ্যে হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা।

৬। **সঞ্চয় বৃদ্ধি :** আয়কর ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়।

৬। আয়বর্ষ ও করবর্ষ কাকে বলে?

উত্তর : **আয়বর্ষ (Income tax year) :** আয়কর আইন অনুসারে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট বছরের আয়ের উপর এটির পরবর্তী বছরের ধার্য করা হয়। যে বছরের আয়ের উপর কর ধার্য করা হয়, তাকে আয়বর্ষ বা Income tax year বলে।

করবর্ষ (Assessment year) : করবর্ষ বলতে প্রতিবছর ১ জুলাই হতে শুরু করে পরবর্তী ১২ মাস সময়কালকে বুঝায়। যে আর্থিক বছরের কর ধার্য করা হয়, তাকে কর নির্ধারণী বছর বলে। যেমন– ১ জুলাই ২০১৫ হতে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে করদাতা যে আয় করেন তার করবর্ষ হবে ২০১৬–২০১৭।

৭। **আয়কর কাকে বলে?**

উত্তর ঃ আয়বর্ষে কোনো করদাতার বিভিন্ন উৎস হতে যে আয় হয় তা করযোগ্য ন্যূনতম সীমা অতিক্রম করলে আয়কর আইন অনুসারে ঐ আয়ের উপর প্রদেয় করকে আয়কর বা Income tax বলে।

বহিঃশত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা, অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং জনসাধারণের কল্যাণের জন্য পরস্পরকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। এই অর্থ যে সমস্ত উৎস হতে সংগ্রহ করা হয় তার একটি হলো আয়কর।

আয়কর শব্দটি আয় ও কর শব্দ দুটির সমন্বয়ে গঠিত। কর বলতে বাধ্যতামূলকভাবে জনগণ কর্তৃক সরকারকে প্রদেয় অর্থকে বুঝায়, যার বিনিময়ে জনগণ কোনো সুযোগ ও সুবিধা অধিকার বলে আইনগতভাবে দাবি করতে পারে না। আয়কর আইনে আয় বলতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তিকেই নির্দেশ করে এবং এ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট বিধানের আওতায় পরিমাণ করা হয়।

৮। **মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ পৃথক হওয়ার কারণ কী?**

উত্তর ঃ বিভিন্ন কারণে কোম্পানির মালিকানা থেকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ পৃথক হয়ে থাকে। যে-সকল কারণে মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ পৃথক হয় তা নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

১। **কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা ঃ** প্রতিটি যৌথ মূলধনি কারবার আইনগতভাবে কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী। আর এই পৃথক ব্যক্তিসত্তার কারণে মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ পৃথক হয়।

২। **নিজস্ব সিলমোহর ঃ** প্রতিটি Company-এর নিজস্ব সিল আছে। এটি ব্যবহারের মাধ্যমে অন্য পক্ষের সাথে চুক্তি বা ঋণ গ্রহণ করা যায়। সেজন্য মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ পৃথক হয়।

৩। **মালিকদের অবস্থান ঃ** কোম্পানির মালিকগণ সারাদেশে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করায় কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতে পারে না।

৪। **শেয়ার হস্তান্তর ঃ** পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য হওয়ার মালিকরা ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

৫। **চিরন্তন অস্তিত্ব ঃ** চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী হওয়ায় কেউ মারা গেলেও কোম্পানির বিলুপ্তি ঘটে না।

৯। **স্টক অপশন কাকে বলে?**

উত্তর ঃ কারবারের ব্যবস্থাপকদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের Stock ক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হয় এবং বাজারমূল্যে এগুলো ক্রয়ের সুবিধা দেওয়াকেই Stock option বলে।

১০। **নগদ বোনাস কী?**

উত্তর ঃ ব্যবস্থাপকগণ যদি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারে তবে তাদেরকে নগদ যে আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয়, তাকে নগদ বোনাস বলে।

১১। **৫টি রেয়াতযোগ্য আয়ের নাম লেখ।**

উত্তর ঃ ১। জীবন বিমার প্রিমিয়াম।

অনুশীলনী-৫

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। আর্থিক বিশ্লেষণ কী?

উত্তর ঃ কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জন ক্ষমতা, দায়, শক্তি বা সম্ভাব্য সুযোগ এবং ভবিষ্যৎ আয়ের মূল্যায়নকেই আর্থিক বিশ্লেষণ বলে। [বাকাশিবো-২০১৮]

২। অনুপাত বিশ্লেষণ কাকে বলে?

উত্তর ঃ কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আয় বিবরণী বা উদ্বৃত্তপত্রের বিভিন্ন দফার মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের সংখ্যাত্মক প্রকাশকে অনুপাত বিশ্লেষণ বলে।

৩। চলতি অনুপাত কী?

উত্তর ঃ যে অনুপাতের সাহায্যে চলতি সম্পদের সাথে চলতি দায়ের সম্পর্ক জানা যায়, তাকে চলতি অনুপাত বলে।

$$\text{চলতি অনুপাত} = \frac{\text{চলতি সম্পদ}}{\text{চলতি দায়}}$$

৪। প্রকল্প কী?

উত্তর ঃ প্রকল্প হলো এমন একটি কাজ যা একবারের জন্য গৃহীত হয়, নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে, সময় নির্ধারিত থাকে এবং যা সম্পন্ন করতে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা ও সম্পদের প্রয়োজন হয়।

৫। মূলধন রেশনিং কাকে বলে?

উত্তর ঃ সীমাবদ্ধ তহবিল দ্বারা লাভজনক প্রকল্প গ্রহণ করার সিদ্ধান্তকে মূলধন রেশনিং বলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। আর্থিক বিশ্লেষণ কাকে বলে?

উত্তর ঃ একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জন ক্ষমতা, দায়, শক্তি বা সম্ভাব্য সুযোগ এবং ভবিষ্যৎ আয়ের মূল্যায়নকেই আর্থিক বিশ্লেষণ বলা হয়। [বাকাশিবো-২০১৮]

আর মূল্যায়নের এ পদ্ধতিগুলো উল্লম্ব, আনুভূমিক এবং অনুপাত বিশ্লেষণের মাধ্যমে করা হয়, এ জাতীয় বিশ্লেষণগুলো করা হয় কোম্পানির আর্থিক বিবরণী, অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক নিরীক্ষার উপর ভিত্তি করে। বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যগুলো শুধুমাত্র বিনিয়োগকারী বা ঋণদাতাগণই ব্যবহার করে না, বরং প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ ব্যবহার করে এবং একটি প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের বাজারমূল্যের উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে। ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ হতে আর্থিক বিশ্লেষণ কোম্পানির সফলতা নিয়ে আলোচনা করে। কারণ এটির মাধ্যমে কোম্পানি তার দুর্বলতা ও সুযোগগুলোর সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিযোগীদের মোকাবেলা করে ভবিষ্যৎ সফলতার দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

২। মূলধন বাজেটিং কাকে বলে?

উত্তর ঃ সাধারণ অর্থে, মূলধনের জন্য যে বাজেট প্রণয়ন করা হয়, তাকে মূলধন বাজেট বলে। ব্যাপক অর্থে, মূলধন বাজেটিং মূলত পরিকল্পনা, যার মাধ্যমে কোথায় এবং কোন প্রকল্পে মূলধন বিনিয়োগ করলে বেশি লাভ অর্জন করা যাবে তা নির্বাচন করা হয়।

মূলধন বাজেটিং সম্পর্কে নিম্নে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো ঃ

L.J. Gitman-এর মতে, "মূলধন বাজেটিং বলতে মূলধন খরচ বিকল্পের প্রস্তুতিকরণ, মূল্যায়ন, নির্বাচন এবং কার্য বাস্তবায়ন করার সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে বুঝায়।

উপরের আলোচনা হতে বলা যায়, দীর্ঘমেয়াদি সময়ের জন্য সম্ভাব্য সুবিধা পাবার প্রত্যাশায় বিনিয়োগ প্রকল্প শনাক্তকরণ, বিশ্লেষণ এবং নির্বাচন করার প্রক্রিয়াই হচ্ছে মূলধন বাজেটিং।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ... ইত্যাদি করতে হচ্ছে। ...
পণ্য ও সেবা উৎপাদন সরবরাহ ইত্যাদি করতে হচ্ছে।

৯। মূলধন ব্যয় সিদ্ধান্তে মূল্যায়ন কৌশল কী কী?

উত্তর ঃ বিনিয়োগ প্রকল্প মূল্যায়নের পদ্ধতিগুলোকে মূলত দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করে ...

(ক) সনাতন পদ্ধতি

(খ) সময় সমন্বিত পদ্ধতি।

উপর্যুক্ত দুটি ভাগের আবার প্রত্যেকটির উপবিভাগ করা হয়েছে, নিচে এগুলো উল্লেখ করা ...

(ক) সনাতন পদ্ধতি ঃ

১। বিনিয়োগ পরিশোধ কাল পদ্ধতি

২। পে-ব্যাক রিসিপ্রোক্যাল পদ্ধতি

৩। গড় মুনাফার হার পদ্ধতি।

(খ) বাট্টাকৃত সময় সমন্বিত পদ্ধতি ঃ

১। নিট বর্তমান মূল্য পদ্ধতি

২। অভ্যন্তরীণ মুনাফার হার পদ্ধতি

৩। মুনাফা অর্জন ক্ষমতার সূচক পদ্ধতি

৪। এমএপিআই পদ্ধতি।

১০। বাট্টাকৃত নগদ প্রবাহ পদ্ধতি বলতে কী বুঝ?

উত্তর ঃ পরিশোধনকাল পদ্ধতিতে পরিশোধনকালের পরের নগদ প্রবাহকে বিবেচন... হিসাবকালের নিট মুনাফাকে বিবেচনা করে, নগদ প্রবাহকে নয়। বাট্টাকৃত নগদ প্রবাহ... একটি নির্দিষ্ট হারে বাট্টা করে বর্তমান মূল্যে রূপান্তর করা হয়। সুতরাং বিনিয়োগ প্র... মূল্যে রূপান্তর করে, তাকে বাট্টাকৃত নগদ প্রবাহ পদ্ধতি বলা হয়।

HP রচনামূলক প্রশ্নাবলি ঃ

১। আর্থিক বিশ্লেষণের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৫.১.১ নং দ্রষ্টব্য।

F ২। মূলধন বাজেটিং প্রক্রিয়ার ধাপগুলো আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৫.১.৩ নং দ্রষ্টব্য।

৩। মূলধন বাজেটিং-এর কারণ এবং বিবেচ্য বিষয় আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৫.১.৬ নং দ্রষ্টব্য।

৪। নিট বর্তমান মূল্য ও অভ্যন্তরীণ উপার্জন হার পদ্ধতির পার্থক্য আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৫.১.৮ নং দ্রষ্টব্য।

৫। অভ্যন্তরীণ উপার্জন হার পদ্ধতির সুবিধা এবং অসুবিধা আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৫.২.২ এবং ৫.২.৩ নং দ্রষ্টব্য।

অনুশীলনী-৬

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। **অর্থের সময় মূল্য কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০১৮]

উত্তর ঃ সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে বর্তমান প্রাপ্য বা প্রদেয় নগদ অর্থের ভবিষ্যৎ মূল্য পরিবর্তিত হয়ে থাকে এবং ভবিষ্যৎ প্রাপ্ত বা প্রদেয় অর্থের বর্তমান মূল্য পরিবর্তন হয়ে থাকে। অর্থের এই পরিবর্তনজনিত মূল্যকেই অর্থের সময় মূল্য বলে।

২। **সরল সুদ কাকে বলে?**

উত্তর ঃ নির্দিষ্ট সময় পর পর শুধুমাত্র আসল টাকার উপর যে সুদ দেওয়া হয়, তাকে সরল সুদ বলে।

৩। **চক্রবৃদ্ধি বা যৌগিক সূত্র কাকে বলে?**

উত্তর ঃ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর মূল টাকার উপর সুদ প্রদানের সাথে সাথে সুদের উপর সুদ প্রদান করা হলে সুদ-আসলের উপর যে সুদ প্রদান করা হয়, তাকে চক্রবৃদ্ধি সুদ বলে।

৪। **সময় রেখা কী?**

উত্তর ঃ একজন বিনিয়োগকারী বর্তমানে আর্থিক সুবিধা বিনিময়ে ভবিষ্যতে কী পরিমাণ সুবিধা পাবে এবং বর্তমানে আর্থিক সুবিধা ভোগের বিনিময়ে ভবিষ্যতে কী পরিমাণ সুবিধা ত্যাগ করতে হবে তা সময়ের উপর নির্ভর করে। সময়ের এ বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ অবস্থা যে রেখা বা লাইনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, তাকে সময় রেখা বা Time line বলে। Time line দুটি প্রান্ত বিন্দু প্রদর্শন করে, যার প্রথমটি বর্তমান মূল্য এবং শেষেরটি ভবিষ্যৎ মূল্য।

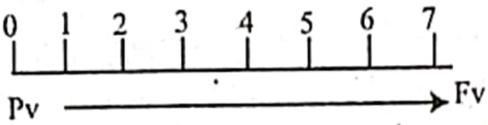

৫। **বার্ষিক বৃত্তি কী?**

উত্তর ঃ বার্ষিক বৃত্তি বলতে ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে একই পরিমাণ অর্থের আন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহকে বুঝানো হয়।

৬। **বৃত্তির প্রকারভেদগুলো কী কী?**

উত্তর ঃ বার্ষিক বৃত্তি ৪ প্রকার, যথা–

(i) সাধারণ বার্ষিক বৃত্তি

(ii) প্রদেয় বা অগ্রিম

(iii) বিলম্বিত বার্ষিক বৃত্তি এবং

(iv) চিরস্থায়ী বার্ষিক বৃত্তি।

৭। **চিরস্থায়ী বার্ষিক বৃত্তি কাকে বলে?**

উত্তর ঃ যে সাধারণ বার্ষিক বৃত্তির প্রাপ্তি বা প্রদান চিরদিনের জন্য অব্যাহত থাকে, তাকে চিরস্থায়ী বার্ষিক বৃত্তি বলে।

৮। **বিধি-"72" কী?**

উত্তর ঃ Rule-"72" এর নিয়ম অনুযায়ী, 72 কে সুদের হার দিয়ে ভাগ করলে বিনিয়োগ দ্বিগুণ হওয়ার সময় পাওয়া যাবে। আবার, 72 কে সময় দিয়ে ভাগ করলে সুদের হার পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ– যদি সুদের হার 8% হয় তবে ... দ্বিগুণ হতে সময় লাগবে $\frac{72}{8} = 9$ বছর। আবার যদি ৯ বছরের দ্বিগুণ হতে হয় তবে সুদের হার হবে $\frac{72}{9} = 8$

৯। বিধি "69" কী?

উত্তর ঃ Rule-"69" হলো বিধি 72 এর মতো বিনিয়োগকৃত অর্থ কত বছরে দ্বিগুণ হবে তা বের করার একটি পদ্ধতি। তবে এটা Rule-"72" এর চেয়ে অধিক কার্যকরী।

উদাহরণ ঃ যদি সুদের হার 15% হয় তবে 1,000 টাকা ব্যাংকে জমা রাখলে কত সময়ে দ্বিগুণ হবে?

বিধি "69" অনুযায়ী,

$$\pi = 0.35 + \frac{69}{15}$$
$$= 0.35 + 4.6$$
$$= 4.95 \text{ Years.}$$

প্রমাণ ঃ

$$PV = PV (1 + r)^n$$
$$= 1000 (1 + 0.15)^{4.95}$$
$$= 1000 \times 1.9974$$
$$= 1997.4 \text{ টাকা}$$

১০। কিস্তি কী?

উত্তর ঃ গৃহীত ঋণের টাকা সুদসহ নির্দিষ্ট সময় পর পর সমান হারে যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা হয়, তাকে কিস্তি বা ঋণ পরিশোধকরণ বলে।

১১। নিট বর্তমান মূল্য কাকে বলে?

উত্তর ঃ কোনো প্রকল্প হতে ভবিষ্যতে প্রাপ্ত নগদ প্রবাহকে নির্দিষ্ট হারে বাট্টা করে বর্তমান মূল্যে রূপান্তর করার পর মোট বর্তমান মূল্য হতে প্রকল্পের প্রারম্ভিক খরচ বাদ দিলে যে বর্তমান মূল্য থাকে, তাকে নিট বর্তমান মূল্য বলে।

১২। নিট বর্তমান মূল্যের সূত্রটি লেখ।

উত্তর ঃ NPV = PV of NCB = PV of NCO.

১৩। ভগ্নাবশেষ মূল্য কী?

উত্তর ঃ একটি স্থায়ী সম্পদ দীর্ঘ দিন ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়। আর ব্যবহার শেষে বা আয়ুষ্কাল শেষে ঐ সম্পদের যে মূল্য পাওয়া যায়, তাকে ভগ্নাবশেষ মূল্য বলে।

১৪। মূল্যায়ন বা সিকিউরিটি মূল্যায়ন কী?

উত্তর ঃ যে প্রক্রিয়ায় বন্ড, অগ্রাধিকার শেয়ার এবং সাধারণ শেয়ারের বর্তমান মূল্য নিরূপণ করা হয়, তাকে সিকিউরিটি মূল্যায়ন বলে।

১৫। Bond কী?

উত্তর ঃ Bond হলো দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের অন্যতম উৎস। এতে ঋণের পরিমাণ, সুদের হার, পরিশোধের সময় এবং অন্যান্য শর্তাবলি উল্লেখ থাকে।

১৬। জামানত কী?

উত্তর ঃ যদি ঋণ গ্রহণের জন্য ঋণগ্রহীতাকে ঋণের অর্থ সুদসহ যথাসময়ে পরিশোধ করা হবে তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ঋণদাতার নিকট কোম্পানির কোনো সম্পদ বন্ধক রাখতে হয়, তাকে জামানত বলে।

১৭। শূন্য কুপন বন্ড কাকে বলে?

উত্তর ঃ যখন সমমূল্যের নিচে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাট্টা প্রদান করার মাধ্যমে বিলি করা হয় তখন এগুলোকে শূন্য কুপন বন্ড বলে।

১৮। লভ্যাংশ কাকে বলে?

উত্তর ঃ নিট আয়ের যে অংশ শেয়ারহোল্ডারদের মাঝে বণ্টন করা হয়, তাকে লভ্যাংশ বলে।

১৯। নগদ লভ্যাংশ কী?

উত্তর ঃ লভ্যাংশ হিসাবে যখন শেয়ারহোল্ডারদের নগদ অর্থ দেওয়া হয়, তাকে নগদ লভ্যাংশ বলে।

২০। Stock dividend কী?

উত্তর ঃ লাভের অংশ হিসাবে শেয়ার মালিকদের নগদ অর্থের পরিবর্তে শেয়ার দেওয়া হলে তাকে Stock dividend বলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। **অর্থের সময় মূল্য কাকে বলে?**

উত্তর ঃ সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থের মূল্যের যে তারতম্য ঘটে তাকেই অর্থের সময় মূল্য বলে। অর্থ ভবিষ্যতে প্রাপ্য এবং টাকার মূল্য আর বর্তমানে প্রাপ্ত এক টাকার মূল্য সমান নয়।

২। **অর্থের বর্তমান মূল্য কী?**

উত্তর ঃ ভবিষ্যতে প্রাপ্ত টাকার আজকের মূল্য নির্ধারণের কৌশলকে বর্তমান মূল্য বলে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে প্রাপ্ত টাকাকে একটি নির্দিষ্ট সুদের হার দিয়ে বাট্টাকরণ করলে যে মূল্য পাওয়া যায়, তাই অর্থের বর্তমান মূল্য।

৩। **ভবিষ্যৎ মূল্য কী?**

উত্তর ঃ আজকের নির্ধারিত টাকা নির্দিষ্ট হারে কোথাও বিনিয়োগ করলে নির্দিষ্ট সময় পরে চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে কী পরিমাণ হবে তা নির্ণয়ের কৌশলকে ভবিষ্যৎ মূল্য বলে।

৪। **সাধারণ বার্ষিক বৃত্তি কী?**

উত্তর ঃ যে বৃত্তির নগদ প্রবাহ নির্দিষ্ট সময়ের শেষ তারিখে আগমন বা নির্গমন ঘটে, তাকে বৃত্তি বলে। সাধারণত চুক্তি সম্পাদনের নির্দিষ্ট সময় পর থেকে সাধারণ বৃত্তি প্রদান বা প্রাপ্ত হয় এবং সময় শেষে সুদ নির্ণয় করা হয়।

৫। **নগদ অর্থ অতি পছন্দনীয় কেন?**

উত্তর ঃ বর্তমানে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ভবিষ্যৎ একই পরিমাণ প্রাপ্য অর্থের চাইতে অধিক পছন্দনীয়। বর্তমান নগদ অর্থের পছন্দের কারণগুলো নিম্নে লেখা হলো ঃ

১। **অনিশ্চয়তা ঃ** ভবিষ্যৎ সর্বদা অনিশ্চিত, কিন্তু বর্তমান ভবিষ্যতের তুলনায় অধিক নিশ্চিত ও নিরাপদ। তাই ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কারণে অনেকে বর্তমানের নগদ অর্থের প্রাপ্তির প্রতি পছন্দ দেখায়।

২। **ভোগ ঃ** সব মানুষই ভবিষ্যতে ভোগের চেয়ে বর্তমান ভোগকে অধিক গুরুত্ব দেয়, অর্থাৎ ভবিষ্যতে বেঁচে না থাকার চিন্তা করে বর্তমান ভোগকে প্রাধান্য দেয়।

৩। **মুদ্রাস্ফীতি ঃ** সব মানুষেরই ভবিষ্যতে ভোগের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। তাই ভবিষ্যতে ক্ষতির সম্মুখীন হবার বেশি সম্ভাবনা থেকে বর্তমানকে প্রাধান্য দেয়।

৪। **বিনিয়োগের সুযোগ ঃ** বর্তমানে নগদ অর্থ হাতে থাকলে বিনিয়োগের সুযোগ গ্রহণ করে অতিরিক্ত মুনাফা বা সুবিধা লাভ করা যায়। এজন্য মানুষ চলতি অর্থ পেতে আগ্রহী হয়।

৬। **অর্থের সময় মূল্য কেন নির্ধারণ করা হয়?**

উত্তর ঃ অর্থের সময় মূল্যের এ ধারণা থেকে বুঝা যায় যে, বর্তমান ভোগ স্থগিত করে ভবিষ্যতের সঞ্চয়ের জন্য কি ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। এটা নির্ভর করে বাজারে চলমান সুদের হারের উপর। সময় মূল্য বিবেচনা করে বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহ আর্থিক ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অর্থের সময় মূল্যের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নে লেখা হলো ঃ

১। ভবিষ্যৎ ও বর্তমান আয়ের ধারার সঙ্গে যুক্তিসঙ্গত ও যথার্থভাবে তুলনা করা।

২। সম্পদের প্রকৃত মূল্য নির্ণয় করা।

৩। আয় প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সময় পছন্দ করতে সাহায্য করা।

৪। মূলধন ব্যবস্থাকে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত করে তোলা।

৫। মূলধন বাজেটিং-এ সাহায্য করা।

৬। বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে নগদ প্রবাহের সঠিক মূল্যায়ন করা।

৭। বিভিন্ন প্রকল্প হতে লাভজনক প্রকল্প চিহ্নিত করা।

৭। নিট বর্তমান মূল্য কাকে বলে?

উত্তর ঃ এই পদ্ধতি মূলধন বাজেটিং-এর সবচেয়ে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য কৌশল। মূলধন বাজেটিং-এ এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। কোনো প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নগদ প্রবাহকে একটি নির্দিষ্ট হারে উক্ত নগদ প্রবাহকে বর্তমান মূল্যে রূপান্তর করার পর মোট বর্তমান মূল্যে রূপান্তর করার পর মোট বর্তমান মূল্য থেকে প্রকল্পের প্রারম্ভিক খরচ বাদ দিলে যে মূল্য থাকে, তাকে নিট বর্তমান মূল্য বলে।

৮। মূল্যায়নের মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?

উত্তর ঃ মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মূল উপাদান তিনটি, যথা–

১। **নগদ প্রবাহ (Cashflow) ঃ** নগদ প্রবাহের উপর মূল্যায়ন নির্ভর করে। নগদ প্রবাহ বলতে সম্পদের মালিকানা সময়ের (Ownership period) মধ্যে প্রত্যাশিত আয় এবং উক্ত সম্পদের মেয়াদ পূর্তিতে প্রাপ্ত মূল্যকে বুঝায়। **L.J. Gitman**-এর ভাষায়, An assets does not have to provide as annual cashflow. it can provide and incremental cashflow or even a single cashflow over the period.

২। **সময়কাল (Timing) ঃ** নগদ প্রবাহের সময়কাল মূল্যায়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই মূল্যায়নের প্রতিটি নগদ প্রবাহের সুনির্দিষ্ট সময়কাল থাকা প্রয়োজন।

৩। **প্রত্যাশিত আয়ের হার ঃ** নগদ প্রবাহের ক্ষেত্রে ঝুঁকির পরিমাণ মূল্যায়ন প্রভাবিত করে। ঝুঁকির পরিমাণ বেশি হলে আয়ের পরিমাণ বেশি এবং কম হলে আয়ের হার কম হবে। **L.J Gitman**-এর ভাষায়– The higher the risk, the greater the required return, the lower to risk the less required return"

৯। বন্ড কাকে বলে?

উত্তর ঃ বন্ড হলো দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের অন্যতম উৎস। এতে ঋণের পরিমাণ সুদের হার, পরিশোধের সময়কাল এবং অন্যান্য শর্তাবলি উল্লেখ থাকে।

কর্পোরেশন বা সরকার বন্ড ইস্যু করে থাকে। সুতরাং দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের প্রয়োজনে কর্পোরেশন বা সরকার ঋণের পরিমাণ, সুদের হার, পরিশোধকাল এবং অন্যান্য শর্তাবলির যে ঋণের দলির ইস্যু করে তাকে বন্ড বলে।

১০। ঋণ পত্রে কী কী দলিল ব্যবহার করা হয়?

উত্তর ঃ ঋণপত্র বিক্রির সময় কোম্পানির সাথে ঋণদাতার যে চুক্তি বা দলিল হয়, তাকে Bond, indenture বা ঋণপত্রের দলিল বলা হয়।

J.C van Horne-এর মতে, "Bond indenture is the legal agreement between the corporation issuing bonds and the bondholders.

ঋণপত্রের দলিলের বিষয়বস্তু ঃ

১। ঋণপত্রের মেয়াদকাল

২। সুদের হার

৩। লিখিত মূল্য

৪। ঋণদাতার অধিকার

৫। পরিশোধ পদ্ধতি

৬। বিধি নিষেধ সংক্রান্ত শর্তাবলি।

১১। শেয়ার কাকে বলে?

উত্তর ঃ কোম্পানির অনুমোদিত মূলধনকে কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমান অংশে বিভক্ত করা হয়। বিভাজিত এক একটি অংশকেই শেয়ার বলে। ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২(১-ধ) ধারায় বলা হয়েছে, "শেয়ার বলতে কোম্পানির মূলধনের কোনো অংশকে বুঝাবে এবং ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে কোনো স্টক বা শেয়ারের পার্থক্য প্রকাশ পেলে সে স্টক ব্যতীত অন্যান্য স্টক সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে।"

যৌথ ব্যবসায় তার প্রয়োজনীয় মূলধন শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করে। সাধারণ শেয়ারহোল্ডাররা হচ্ছেন কোম্পানির মালিক। তারা কোম্পানির লভ্যাংশ এবং কোম্পানির বিলোপসাধনের সময় অবশিষ্ট সম্পদের অংশ পাওয়ার অধিকারী। শেয়ারহোল্ডারদের নির্বাচিত পরিচালকমণ্ডলী কোম্পানি পরিচালনা করে থাকে। শেয়ার মাধ্যমিক বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয়। এ ধরনের শেয়ারের মালিকদের দায় তাদের ক্রীত শেয়ার মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ।

উত্তর ঃ অর্থের সময় মূল্য নি... উপাদানটি হলো সময় বা time। কোনো বিনিয়োগকারী বর্তমানে আর্থিক সু... সুবিধা পাবে কিংবা বর্তমানে আর্থিক সুবিধা ভোগের বিনিময়ে ভবিষ্যতে কী পরিমাণ সুবিধা ত... ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়। সময়ের এ বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ অবস্থা যে লেখা বা লাইনের ম... সময় রেখা বলা হয়।

উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে দেখা যায় যে, টাইম লাইন দুটি প্রান্ত বিন্দু প্রদর্শন করে। যার প্রথ... শেষেরটি হলো ভবিষ্যৎ মূল্য । নিম্নে রেখা চিত্র এবং গ্রাফের মাধ্যমে টাইম লাইনটি দেখানো হ...

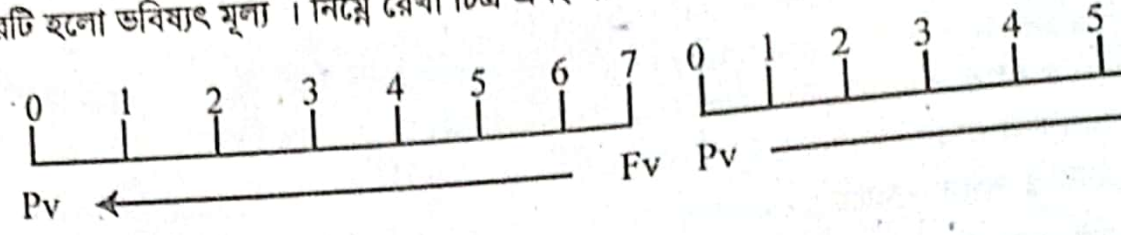

রচনামূলক প্রশ্নাবলি ঃ

১। অর্থের সময় পছন্দনীয়তার কারণগুলো আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৬.১.২ নং দ্রষ্টব্য।

F ২। অর্থের সময় মূল্যের গুরুত্ব আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৬.১.৪ নং দ্রষ্টব্য।

৩। নিট বর্তমান মূল্যের সুবিধা এবং অসুবিধা বর্ণনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৬.২.২. এবং ৬.২.৩ নং দ্রষ্টব্য।

৪। বন্ড বা ঋণের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৬.৩.৪ নং দ্রষ্টব্য।

F ৫। ঋণপত্রের প্রকারভেদ আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৬.৩.৫ নং দ্রষ্টব্য।

অনুশীলনী-৭

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। **মূলধন বাজার কাকে বলে?**

উত্তর ঃ যে বাজার দীর্ঘমেয়াদি ঋণের কারবার করে। দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের আর্থিক প্রয়োজন মেটায় এবং যেখানে শেয়ার ডিবেঞ্চার, বন্ড ইত্যাদি ঋণপত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাকে মূলধন বাজার বলে।

২। **অর্থ বাজার কাকে বলে?**

উত্তর ঃ অর্থ বাজার হলো বিশ্বব্যাপী স্বল্পকালীন ঋণ প্রদানের একটি ক্ষেত্র। বিশ্বব্যাপী আর্থিক ক্ষেত্রের প্রয়োজনে এখান থেকেই নগদ টাকার যোগান বজায় রাখা হয়।

৩। **শেয়ার বাজার কী?**

উত্তর ঃ যেখানে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার, স্টক, ডিবেঞ্চার, বন্ড ইত্যাদি নির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনুসরণ করে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, তাকে শেয়ার বাজার বলে।

৪। **ব্যাংক হার কী?**

উত্তর ঃ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকের তাদের মোট মূলধনের একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়, তাকে ব্যাংক হার বলে। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ হার হ্রাস-বৃদ্ধির মাধ্যমে বাজারে ঋণ সরবরাহের সংকোচন বা প্রসারণ ঘটায়।

৫। **Face value কাকে বলে?**

উত্তর ঃ শেয়ার বা সিকিউরিটির গায়ে যে মূল্য লেখা থাকে, তাকে Face value বলে।

৬। **বাজার মূল্য কাকে বলে?**

উত্তর ঃ যে মূল্যে বাজারে শেয়ার বা ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় হয়, তাকে বাজারমূল্য বলে। এক্ষেত্রে Face value-এর সাথে বাজারমূল্য কম বা বেশি হতে পারে।

৭। **দালাল বা Broker কারা?**

উত্তর ঃ কমিশনের বিনিময়ে যারা ক্রেতা বা বিক্রেতাদের প্রতিনিধি হিসাবে শেয়ার কেনাবেচায় অংশগ্রহণ করে, তাদেরকে দালাল বলে।

৮। **বাংলাদেশে শেয়ার বাজার কয়টি ও কী কী?**

উত্তর ঃ বাংলাদেশে শেয়ার বাজারের সংখ্যা ২টি, যথা–

(i) ঢাকা শেয়ার বাজার এবং

(ii) চট্টগ্রাম শেয়ার বাজার।

৯। **ঝুঁকি কাকে বলে?**

উত্তর ঃ [বাকাশিবো-২০১৮] প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট কোনো কারণে প্রতিকূল কোনো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাই হলো ঝুঁকি। অন্যথায় বিনিয়োগ হতে প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা প্রকৃত আয় কম হওয়ার সম্ভাবনাই হলো ঝুঁকি।

১০। **ব্যবসায় ঝুঁকি কাকে বলে?**

উত্তর ঃ ব্যবসায় পরিচালনায় যে ঝুঁকি বিদ্যমান তাকে ব্যবসায় ঝুঁকি বলে। এটি মুনাফার উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে।

১১। **বিমাযোগ্য ঝুঁকিগুলো কী কী?**

উত্তর ঃ যে-সকল ঝুঁকির বিমা করা যায়, যথা–

(i) সম্পত্তি ঝুঁকি, (ii) ব্যক্তিগত ঝুঁকি এবং (iii) আইনগত দায়জনিত ঝুঁকি।

১২। **বিমা অযোগ্য ঝুঁকি কোনগুলো?**

উত্তর ঃ যে-সকল ঝুঁকির বিমা করা যায় না, তাকে বিমা অযোগ্য ঝুঁকি বলে। যেমন–

(i) বাজার ঝুঁকি, (ii) উৎপাদন ঝুঁকি এবং (iii) রাজনৈতিক ঝুঁকি।

১৩। **খাঁটি বা বিশুদ্ধ ঝুঁকি কী?**

উত্তর ঃ যে-ক্ষেত্রে শুধুমাত্র লোকসানের সম্ভাবনা থাকে, কোনো লাভের সম্ভাবনা থাকে না তাকে খাঁটি বা বিশুদ্ধ ঝুঁকি বলে।

১৪। সম্পত্তি ঝুঁকি কী?

উত্তর ঃ কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি মালিকানাধীন কোনো সম্পত্তির ক্ষতি, বিনষ্ট, হারানো বা মূল্যহ্রাসের ঝুঁকিকে সম্পত্তি ঝুঁকি বলে।

F ১৫। আর্থিক ঝুঁকি কী?

উত্তর ঃ অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে মূলধনের ক্ষতির সম্ভাবনাকে আর্থিক ঝুঁকি বলে।

১৬। Return বা আয় কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০১৮]

উত্তর ঃ একটি নির্দিষ্ট বিনিয়োগ হতে প্রতি বছর শতকরা যে হারে আয় আসে, তাকে রিটার্ন বা আয় বলে। অন্যথায় Return হলো বিনিয়োগ হতে প্রাপ্য নগদ সুবিধাসহ বর্ধিত বাজার মূল্যের সমষ্টি।

F ১৭। পোর্টফোলিও কী?

উত্তর ঃ বিনিয়োগকারী তার সমস্ত অর্থ একটি প্রকল্পে বিনিয়োগ না করে সম্ভাব্য একাধিক প্রকল্পে বিনিয়োগ করলে তাকে পোর্টফোলিও বলে। এটার উদ্দেশ্য হলো এক প্রকল্পে ক্ষতি হলেও অন্য প্রকল্পের লাভ দ্বারা ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া যায়।

১৮। মূলধন কাঠামো বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো-২০১৮]

উত্তর ঃ যে অনুপাতে দীর্ঘমেয়াদি উৎসসমূহের ঋণ করা মূলধন এবং মালিকানাধীন মূলধন নিয়ে মোট মূলধন গঠিত হয়, তাকেই মূলধন কাঠামো বলে।

১৯। মূলধন ব্যয় কী?

উত্তর ঃ একটি ফার্ম শেয়ার, ঋণপত্র, সংরক্ষিত আয় ইত্যাদি উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ করে। আর এসব তহবিলের সরবরাহকারীগণ সর্বনিম্ন যে পরিমাণ আয় প্রত্যাশা করে তাকে মূলধন ব্যয় বলে। যেমন– শেয়ার লভ্যাংশ, ঋণের সুদ।

F ২০। EPS কী?

উত্তর ঃ সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণ এক বছরে শেয়ার প্রতি যে আয় করে তাকে EPS or Earning per share বলে।

HP সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। শেয়ারবাজার কাকে বলে?

উত্তর ঃ যে স্থানে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার, স্টক, ঋণপত্র, সিকিউরিটি ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের কার্য সম্পাদন করা হয়, তাকে শেয়ার বাজার বলে। এক কথায় বলা যায়, সুনির্দিষ্ট স্থানে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সাধারণ যৌথ মূলধন কোম্পানির শেয়ার, স্টক ও ডিবেঞ্চার এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের লেনদেন সংঘটিত হয়, তাকে শেয়ার বাজার বলা হয়।

২। ঝুঁকি কাকে বলে?

উত্তর ঃ মানুষের জীবন অনিশ্চয়তায় পরিপূর্ণ। প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি স্তরে কিছু না কিছু অনিশ্চয়তা রয়েছে। এই অনিশ্চয়তার কারণে ক্ষয়ক্ষতি, আপদ-বিপদ বা হারানোর সম্ভাবনা থাকে, তাকে আমরা ঝুঁকি বলি। মানুষ ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি সম্পর্কে পারফেক্ট ধারণা নিতে অক্ষম বিধায় ঝুঁকির উদ্ভব হয়।

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও এটা ব্যতিক্রম নয়। ব্যবসায়ের বিভিন্ন স্তরে বিশেষ করে বিনিয়োগ থেকে রিটার্ন বা আয় থেকে যায়, সেটা থেকেই ঝুঁকির উদ্ভব হয়।

১। **J.C Van Horne** বলেন, The variability of returns from those that are expected is called risk.

২। **Arthur Williams** বলেন, "The variability of results from those are very possible outcome of a definite situation.

৩। **I.M. Pandey** বলেন, "Risk exists because of the inabiltiy of the decision maker to main perfect forecasts.

সুতরাং বলা যায় যে, প্রতিকূল কোনো ঘটনার ঘটার সম্ভাবনাই হলো ঝুঁকি।

৩। ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তর ঃ নিচে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হলো ঃ

পার্থক্যের বিষয়	ঝুঁকি	অনিশ্চয়তা
১। সংজ্ঞা ঃ	ভবিষ্যতে কোনো ঘটনা বা ঘটার সম্ভাবনাকে যখন গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করে ঘটনা ও না ঘটার বিভিন্ন মানের যে প্রাক্কলিত মানের বিচ্যুতিকে ঝুঁকি বলে।	ভবিষ্যতে কোনো ঘটনা ঘটতে পারে আবার নাও ঘটতে পারে, এরকম অবস্থাকে অনিশ্চয়তা বলে।
২। তথ্যভিত্তিক ঃ	ঝুঁকি নির্ধারণের জন্য ঐতিহাসিক তথ্যের প্রয়োজন এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নির্ভুল বিশ্লেষণধর্মী প্রাক্কলন প্রয়োজন।	অনিশ্চয়তা একটি ভাগ্য নির্ভর ধারণা, যা কোনো তথ্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না।
৩। পরিহারযোগ্যতা ঃ	ঝুঁকি যেহেতু গাণিতিক বিশ্লেষণ সেহেতু তা বাস্তবে প্রায় অসম্ভব হলেও বিভিন্ন শর্তে তা পরিহার করা যায়।	অনিশ্চয়তা মানুষের সৃষ্ট কোনো বিষয় বা নয় বিধায় তা পরিহার করা যায় না।
৪। জানতে পারা ঃ	ঝুঁকির পরিমাণ জানতে পারা যায়।	অনশ্চিয়তার পরিমাণ জানা যায় না।

৪। **ব্যবসায় ঝুঁকি কাকে বলে?**

উত্তর ঃ আমরা জানি যে, ভবিষ্যতে কোনো প্রতিকূল ঘটনা ঘটার যে সম্ভাবনা তা যখন পরিমাপ করা যায়, তখন তাকে ঝুঁকি বলে। সুতরাং একইভাবে ব্যবসায়িক কাজে ভবিষ্যতে লাভ-লোকসানের যে অনিশ্চয়তা বিদ্যমান তা যখন পরিমাপ করা যায়, তখন তাকে ব্যবসায় ঝুঁকি বা Business risk বলে।

আরও বিস্তারিত বলতে গেলে প্রযুক্তি পরিবর্তন, প্রতিযোগিতামূলক বাজার, মুদ্রাস্ফীতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ভোক্তার চাহিদা, রুচি, অভ্যাস ইত্যাদি পরিবর্তনের কারণে ব্যবসায়ে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনের যে অনিশ্চয়তা দেখা দেয় এবং ঐ অনিশ্চয়তাকে যখন পরিমাপ করা হয়, তখন তাকে ব্যবসায়িক ঝুঁকি বলে।

বিশেষজ্ঞদের মতে,

P.V. Kulkanni-এর মতে, "Business risks are internal risks arising from several factors, such as loss of property, loss from business operation etc." (অর্থাৎ ব্যবসায়িক ঝুঁকি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ বিবিধ উপাদান থেকে সৃষ্ট যেমন– সম্পদের ক্ষতি, ব্যবসায় কার্যক্রমে ক্ষতি ইত্যাদি)।

J.I. Hampion-এর মতে, "Business risk is defined as the change that the firm will not have the ability to complete successfully with the assets that it purchase. (অর্থাৎ কোম্পানির ক্রয় করা সম্পত্তির সাহায্যে প্রতিযোগিতা সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনাই ঝুঁকি)।

৫। **আর্থিক ঝুঁকির কারণসমূহ লেখ।**

উত্তর ঃ আমরা জানি যে, ব্যবসায় ক্ষেত্রে মূলধন কাঠামোতে ঋণকৃত অর্থ ব্যবহারের ফলে তা থেকে যে ঝুঁকি হয়, তাকে আর্থিক ঝুঁকি বলে। নিম্নে আর্থিক ঝুঁকির কারণসমূহ আলোচনা করা হলো ঃ

১। **প্রাকৃতিক অনিশ্চয়তা ঃ** প্রাকৃতিক বিভিন্ন দুর্যোগের কারণ যে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়, তাকে প্রাকৃতিক অনশ্চিয়তা বলে। প্রাকৃতিক এসব দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে বন্যা, ঝড়, সাইক্লোন, অগ্নিকাণ্ড, অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি। এসব দুর্যোগের কারণে ব্যবহৃত মূলধন তথা ঋণকৃত মূলধন লাভসহ ফেরত আসার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়।

২। **অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ঃ** ভোক্তার অভ্যাস, চাহিদা ও রুচির পরিবর্তন, অর্থনৈতিক অবস্থার উঠানামা, মূল্যের পরিবর্তন, প্রতিযোগিতা ইত্যাদির ফলে যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়, তাকে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা বলে ।

৩। **মানবীয় অনিশ্চয়তা ঃ** মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষয়ক্ষতির যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়, তাই হচ্ছে মানবীয় অনিশ্চয়তা।

৬। **কাম্য মূলধন কাঠামো কাকে বলে?**

উত্তর ঃ যে মূলধন কাঠামোতে মূলধন ব্যয় (Cost of capital) সবচেয়ে কম এবং যেটি ব্যবহারের মাধ্যমে শেয়ারের বাজারমূল্য সর্বাধিক হয়, তাকেই কাম্য মূলধন কাঠামো বলে। যখন কোম্পানির তহবিলের উৎসগুলোর Marginal real cost একই হয়, তখন মূলধনের ব্যয় সবচেয়ে কম এবং শেয়ারের বাজারমূল্য সবচেয়ে বেশি হয়।

Khan and Jain-এর মতে, "The optimum capital structure may be defined as the capital structure or combination of debt and equity that leads to the maximum value of the form." (অর্থাৎ ঋণ এবং ইক্যুইটির যে সমন্বয় ফার্মের মূল্য সর্বোচ্চ করে তাকে কাম্য মূলধন কাঠামো বলে।)

উপরের আলোচনার মাধ্যমে বলা যায়, যে মূলধন কাঠামো ব্যয় সবচেয়ে কম হয় এবং ফার্মের মূল্য সবচেয়ে বেশি হয়, তাকে কাম্য মূলধন কাঠামো বলে।

	দায়	দায়।
৬। অবস্থান ঃ	Balance sheet-এর ডানপাশে জড়িত অর্থসংস্থানের বিষয়।	বামপাশে চলতি দায় বাদ সাথে সম্পর্কিত।

উভয়ের মধ্যে উপর্যুক্ত পার্থক্যগুলো বিদ্যমান।

৮। **ঝুঁকিবিহীন উপার্জন হার কী?**

উত্তর ঃ বিনিয়োগকারীগণ যে বিনিয়োগ থেকে ঝুঁকি ছাড়াই Return পায়, তাকে ঝুঁকিবিহীন বিনি বিনিয়োগ হতে এসব Return-কেই Risk free rate of return বলে।

৯। **ঝুঁকির প্রিমিয়াম কী?**

উত্তর ঃ ঝুঁকি গ্রহণের জন্য অতিরিক্ত প্রাপ্তিকে ঝুঁকির প্রিমিয়াম বলে। সাধারণত ঝুঁকিবিহীন Ret Return বেশি হলে তাকে ঝুঁকির প্রিমিয়াম বা Risk premium বলে।

HP রচনামূলক প্রশ্নাবলি ঃ

১। **মূলধন বাজারের কার্যাবলি আলোচনা কর।**

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৭.১.২ নং দ্রষ্টব্য।

২। **শেয়ার বাজারের উদ্দেশ্য আলোচনা কর।**

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৭.১.৬ নং দ্রষ্টব্য।

F ৩। **একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শেয়ার বাজারের ভূমিকা আলোচনা কর।**

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৭.১.৮ নং দ্রষ্টব্য।

৪। **ঝুঁকির শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।**

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৭.২.১ নং দ্রষ্টব্য।

৫। **ঝুঁকি কমানোর উপায় বর্ণনা কর।**

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৭.২.৩ নং দ্রষ্টব্য।

F ৬। **ব্যবসায়িক ঝুঁকি কমানোর কৌশলগুলো আলোচনা কর।** [বা

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৭.২.৭ নং দ্রষ্টব্য।

৭। **ব্যবসায়িক ঝুঁকি ও আর্থিক ঝুঁকির মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।**

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৭.২.১০ নং দ্রষ্টব্য।

৮। **ঝুঁকি ও আয়ের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।**

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৭.২.১১ নং দ্রষ্টব্য।

F ৯। **কাম্য মূলধন কাঠামো নির্ধারণের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো আলোচনা কর।**

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৭.৩.৪ নং দ্রষ্টব্য।

HP অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। **বাজার দক্ষতা কাকে বলে?**

উত্তর ঃ অর্থ বাজারে কোনো নতুন তথ্যের প্রবাহ ঘটলে তা সরাসরি সিকিউরিটির দামের মাধ্যমে প্রতিফলিত হওয়াকে বাজার দক্ষতা বলে।

২। **সিকিউরিটি কী?**

উত্তর ঃ সিকিউরিটি হলো একপ্রকার আর্থিক সনদ, যার মাধ্যমে ফার্মগুলো অর্থ বাজার হতে প্রয়োজনীয় মূলধন আহরণ করে। যেমন– শেয়ার, ঋণপত্র ইত্যাদি।

৩। **CAPM-এর পূর্ণরূপ কী?**

উত্তর ঃ CAPM = Capital Asset Pricing Model.

৪। **তথ্য কী?**

উত্তর ঃ বিভিন্ন উৎস হতে সংগৃহীত Data বা উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী করে তোলাকে তথ্য বলে।

৫। **প্রতিযোগিতামূলক বাজার কাকে বলে?**

উত্তর ঃ যে বাজারে পর্যাপ্ত সংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা নিজেদের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সমন্বয় করে সিকিউরিটির মূল্য নির্ধারণ করে, তাকে প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে।

৬। **চাহিদা কী?**

উত্তর ঃ অর্থনীতিতে চাহিদা হলো যার প্রয়োজন আছে, অর্থ আছে এবং পাশাপাশি ক্রয়ের আগ্রহ আছে, তাকে চাহিদা বলে।

৭। **আর্বিট্রেজ কী?**

উত্তর ঃ যে বাজারে সিকিউরিটির দাম কম সে বাজার এতে ক্রয় করে যে বাজারে দাম বেশি ঐ বাজারে বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করাকে Arbitrage বলে।

৮। **Portfolio কী?**

উত্তর ঃ একটি সিকিউরিটিতে সমস্ত অর্থ বিনিয়োগ না করে একাধিক সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করে ঝুঁকি কমানোর প্রচেষ্টাকে Portfolio বলে।

৯। **ঋণ নীতি কাকে বলে?**

উত্তর ঃ একটি ফার্মের মূলধন কাঠামোতে কী পরিমাণ ঋণ করা মূলধন এবং কী পরিমাণ মালিকানা মূলধন থাকবে তা যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ঠিক করা হয়, তাকে ঋণ নীতি বলে।

১০। **কিস্তি কী?**

উত্তর ঃ গৃহীত ঋণের অর্থ সুদসহ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পরিশোধ করাকে কিস্তি বলে।

১১। **জামানত কাকে বলে?**

উত্তর ঃ ঋণ গ্রহণ করার সময় ঋণদাতাকে সুদসহ ঋণের অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা হিসাবে যে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পদ ঋণদাতার অনুকূলে দেয়া হয়, তাকে জামানত বলে।

১২। **EPS কী?**

উত্তর ঃ এক বছরে ফার্ম যে নিট আয় করে তা মোট শেয়ার দ্বারা ভাগ করলে প্রতি শেয়ারের জন্য যে পরিমাণ মুনাফা পাওয়া যায়, তাকে EPS বলে।

১৩। **লভ্যাংশ নীতি কাকে বলে ?**

উত্তর ঃ কোম্পানি কর্তৃক অর্জিত মুনাফার শতকরা কত অংশ, কীভাবে শেয়ার মালিকদের মধ্যে বণ্টিত হবে এবং কত অংশ সংরক্ষিত থাকবে, সংরক্ষিত মুনাফা কীভাবে পুনঃবিনিয়োগ করা হবে এ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তকেই লভ্যাংশ নীতি বলে।

১৪। **তারল্য কী?**

উত্তর ঃ ঋণ পরিশোধ করার মতো বা লভ্যাংশ পরিশোধ করার মতো নগদ অর্থ নগদ মূল্যকে তারল্য বলে।

১৫। **স্থিতিশীল লভ্যাংশ নীতি কাকে বলে?**

উত্তর ঃ প্রতি বছর শেয়ারে মালিকদের নির্দিষ্ট পরিমাণ লভ্যাংশ প্রদান করা হলে তাকে স্থিতিশীল লভ্যাংশ নীতি বলে।

১৬। **নগদ লভ্যাংশ কাকে বলে?**

উত্তর ঃ কোম্পানি তার বন্টনযোগ্য মুনাফা শেয়ারহোল্ডারদের নগদে পরিশোধ করলে তাকে নগদ লভ্যাংশ বলে।

১৭। **স্টক লভ্যাংশ কী?**

উত্তর ঃ কোম্পানির বন্টনযোগ্য মুনাফা নগদ অর্থের পরিবর্তে শেয়ারে দিলে তাকে স্টক লভ্যাংশ বলে।

HP সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

[বাকাশিবো-২০১৮]

১। **বাজার দক্ষতা কাকে বলে?**

উত্তর ঃ বাজারে নতুন তথ্যের প্রবাহ ঘটলে বা ক্রেতা-বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে যে নতুন ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হয় তার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ মূলধন বাজারে কোনো তথ্যের আগমন ঘটলে যদি তা সরাসরি সিকিউরিটির মূল্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং ক্রেতা ও বিক্রেতার সমষ্টিগত আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, তাকে বাজার দক্ষতা বলে।

২। **নতুন তথ্য কীভাবে বাজার সমন্বয় করা হয়?**

উত্তর ঃ নতুন তথ্য প্রবাহের ক্ষেত্রে আয়ের হারের উপর ভিত্তি করে বাজার সমন্বয় প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়। CAPM মডেলে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার ঝুঁকিতে বিনিয়োগকারীর প্রয়োজনীয় আয়ের হার (r) কীভাবে নির্ণয় করা হয় তা আলোচনা করা হয়। একজন বিনিয়োগকারী প্রত্যেক Period-এ প্রত্যাশিত আয়ের হার (r^1) কত হচ্ছে তা জানতে চায়।

প্রত্যাশিত আয়ের হার নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়–

$$\text{Expected return } (r^1) = \frac{\text{Expected return during each period}}{\text{Current price of asset}}$$

যখন একজন বিনিয়োগকারী দেখতে পায় যে অর্জিত আয়ের হার এবং প্রয়োজনীয় আয়ের হার ভিন্ন হচ্ছে ($r^1 \neq r$) তখন বাজারমূল্য সমন্বয়ের মাধ্যমে তা প্রতিফলিত হয়। যদি প্রত্যাশিত আয়ের হার প্রয়োজনীয় আয়ের হার হতে কম হয় ($r^1 < r$) তখন বিনিয়োগকারীরা সম্পত্তিটি বিক্রয় করবে। কারণ এটির ঝুঁকির (Risk) তুলনায় প্রত্যাশিত আয়ের হার অর্জিত হচ্ছে না। ফলে শেয়ারের মূল্য কমে যাবে এবং প্রত্যাশিত আয়ের হার প্রয়োজনীয় আয়ের হার সমান ($r^1 = r$) হবে।

আবার যদি প্রত্যাশিত আয়ের হার প্রয়োজনীয় আয়ের হারের চেয়ে বেশি হয় ($r^1 > r$), বিনিয়োগকারীরা ঐ সিকিউরিটি ক্রয় করবে। ফলে এর মূল্য বেড়ে যাবে এবং প্রত্যাশিত আয়ের হার প্রয়োজনীয় আয়ের হারের সমান ($r^1 = r$) হবে।

৩। **প্রতিযোগিতাই দক্ষতার উৎস আলোচনা কর।**

উত্তর ঃ যদিও ধারণা করা হয় যে, Stock মূল্যের মাধ্যমে সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রতিফলিত হবে কিন্তু এ সকল তথ্য ... এ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আর যেহেতু প্রচুর অর্থ এবং সময় ব্যয় করে তথ্য সংগ্রহ করা হয় সেহেতু

৪। **ঋণ নীতি কাকে বলে?**

উত্তর ঃ একটি ফার্ম তার কার্যকলাপ সম্প্রসারণ করলে মূলধনের প্রয়োজন পড়ে। আর এ মূলধন হতে পারে ঋণ করা মূলধন এবং মালিকানা মূলধন। এই দু'ধরনের মূলধনের অনুপাতকে ঋণ ইক্যুইটি অনুপাত (Debt Equity Ratio) বলে। ঋণের দুটি সুবিধা আছে। একটি হলো ঋণের সুদ করবাদযোগ্য, যার ফলে প্রকৃত খরচ কম হয়। অন্যটি হলো ঋণদাতাগণ নির্দিষ্ট হারে সুদ পায়, কিন্তু শেয়ারহোল্ডারগণ লাভের অংশ পাবে কি না তার নিশ্চয়তা নেই।

অন্যদিকে Debt Ratio অধিক হলে কোম্পানির ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। ফলে Debt এবং Equity উভয়ের খরচই বৃদ্ধি পায়। তবে যে-সব কোম্পানির পরিচালন মুনাফা অস্থিতিশীল তাদের ঋণের ব্যবহার কমানো উচিত। অন্যদিকে যে-সব কোম্পানির ব্যবসায় ঝুঁকি কম এবং স্থিতিশীল তারা অধিক ঋণ ব্যবহার করতে পারে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ফার্মের জন্য একটি বড় সমস্যা হলো Optimum capital structure নির্ধারণ করা। ফার্ম ১০০% ধারণকৃত মূলধন ব্যবহার করবে, নাকি ১০০% Equity capital ব্যবহার করবে, নাকি উভয়ের মিশ্রণ ব্যবহার করবে। অন্যদিকে অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয়ের একটি অন্যতম উপাদান হলো Tax rate। এর উপর কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কর হার বৃদ্ধি পেলে কর পরবর্তী মূলধন ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

পরিশেষে বলা যায়, একটি কোম্পানির ঋণ নীতি (Debt policy) হলো তার মূলধন কাঠামোতে এমন পরিমাণ ঋণের উপস্থিতি, যা দ্বারা তার সার্বিক মূলধনের ব্যয় সর্বনিম্ন হয় এবং অনুকূল Financial leverage-এর সৃষ্টি হয়।

৫। **ঋণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা কাকে বলে?**

উত্তর ঃ ঋণ ব্যবস্থাপনা হলো ঋণগ্রহীতা এবং ঋণদাতার মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পাদিত চুক্তি। যে চুক্তিতে ঋণের প্রয়োজনীয় শর্তাদি যুক্ত থাকে। যথাযথ ঋণ ব্যবস্থাপনার উপর ঋণের সাফল্য নির্ভর করে। কারণ অপরিকল্পিতভাবে ঋণ প্রদানের ফলে ঋণের অর্থ যথাসময়ে ফেরত আসে না। ঋণ অব্যবস্থাপনার কারণেই হাজার হাজার কোটি খেলাপি থেকে যাচ্ছে।

সঠিকভাবে ঋণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ হ্রাস পায়। সুদসহ অর্থ ফেরত প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করে। এতে সুদ হার কম থাকে এবং পরিশোধের শর্তগুলো সহজতর করে।

দক্ষ ঋণ ব্যবস্থাপনার ফলে একদিকে যেমন পুঁজিবাজার শক্তিশালী হয় অন্যদিকে ঋণকৃত অর্থ বিনিয়োগের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক চাকা সচল থাকে। এতে কর্মসংস্থান বাড়ে এবং দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হয়। আর দুর্বল বা অপরিকল্পিত অর্থ ব্যবহার করলে ঋণদাতাগণ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনি পুঁজি বাজারও দুর্বল হয়ে পড়ে।

৬। **লিভারেজযুক্ত ফার্ম কাকে বলে?**

উত্তর ঃ শেয়ারহোল্ডারগণে সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাধারণ শেয়ার মূলধনের সাথে ঋণ, অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার মূলধন ব্যবহার করাকে লিভারেজ বলে। মূলধন কাঠামোতে যখন মালিকানা মূলধনের পাশাপাশি ঋণ মূলধনের অস্তিত্ব থাকে, তাই লিভারেজ। আর লিভারেজযুক্ত ফার্মই হচ্ছে লিভারেজ যুক্ত ফার্ম, যেমন–

...এ তহবিল সংগ্রহ করা হলে তাতে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর তহবিলের যোগানদাতাকে সুদ প্রদান করতে হয়। এই সুদ ঋণদাতার জন্য একটি আয়। কারবারের লাভ হোক বা না হোক এ ধরনের ঋণের উপর সুদ বাধ্যতামূলক সুদ দিতে হয়। ফলে ঋণদাতার আয়ের নিশ্চয়তা রয়েছে বলে ঋণদাতা কম সুদে এ ধরনের তহবিল যোগান দিতে রাজি হয়। কিন্তু অন্যান্য উৎস যেমন— সাধারণ শেয়ার বিক্রি করে তহবিল সংগ্রহ করা হলে প্রতিষ্ঠানের শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ প্রদান করা হয়ে থাকে। তাই এক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডারদের "Rate of return" বেশি হয়ে থাকে।

২। **মূলধন ফেরতের নিশ্চয়তা ঃ** কারবারের যদি বিলোপসাধন ঘটে তবে কারবারের সম্পত্তি হতে সর্বপ্রথম দীর্ঘমেয়াদি ঋণদাতার ঋণ পরিশোধ করা হয়। অর্থাৎ বিলোপের সময় কারবারের সম্পত্তিতে সর্বপ্রথম দাবি হলো ঋণদাতাদের। আর তাদের দাবি মেটানো হলে পরবর্তীতে অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকদের এবং সবার শেষে শেয়ার হোল্ডারদের দাবি মেটানো হয়ে থাকে। ফলে ঋণদাতারা তাদের প্রদত্ত ঋণ ফেরতে যথেষ্ট নিশ্চয়তা রয়েছে বলে তারা কম সুদে ঋণ সরবরাহ করতে রাজি হয়।

৩। **কর হ্রাস ঃ** ঋণপত্রের উপর প্রদত্ত সুদ একটি অনুমোদনযোগ্য খরচ বলে এটি মুনাফার পরিমাণ কমিয়ে দেয়। আবার মুনাফার পরিমাণ কমিয়ে দেয়। আবার মুনাফার পরিমাণ কমলে করের পরিমাণও কমে যায়।

উদাহরণ ঃ ঋণপত্রের জন্য শতকরা ১০% সুদ দেয়া হয়। যদি আয়করের হার ৬০% হয় তবে সুদের জন্য কারবারকে মুনাফার শতকরা ৫% কর কম দিতে হয়। কিন্তু অন্যান্য শেয়ার মূলধনের জন্য প্রদত্ত লভ্যাংশ অনুমোদনযোগ্য ব্যয় নয় বলে কারবারের করের পরিমাণ কমায় না।

৯। **লভ্যাংশ নীতি কাকে বলে?**

উত্তর ঃ যে আর্থিক সিদ্ধান্তের দ্বারা কোম্পানি কর্তৃক অর্জিত মুনাফা হতে শেয়ার মালিকদের বিনিয়োগের ওপর নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়, তাকে লভ্যাংশ বলে। **Khan and Jain**-এর মতে, "একটি প্রতিষ্ঠানের নিট মুনাফা শেয়ার মালিকদের মধ্যে বণ্টন অথবা বিনিয়োগের সিদ্ধান্তকে লভ্যাংশ নীতি বলে।

Weston and Brigham-এর ভাষায়, Dividend policy involves the decision or payout things or to retain them for reinvestment in the firm. অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠানের নিট মুনাফা বণ্টন অথবা সংরক্ষণ করে পুনঃবিনিয়োগের সিদ্ধান্তকেই লভ্যাংশ নীতি বলে।

যথেষ্ট মুনাফা হওয়া সত্ত্বেও নগদ অর্থের অভাব দেখা দেয়। ফলে কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারগণকে নগদ লভ্যাংশ ব
সম্ভব না। এক্ষেত্রে কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারগণকে নগদ লভ্যাংশ বণ্টন না করে লভ্যাংশ বাবদ অতিরিক্ত শেয়ার প্রদ
এরূপ লভ্যাংশকে স্টক লভ্যাংশ বলে। এ ধরনের লভ্যাংশকে বোনাস শেয়ারও বলা হয়।

রচনামূলক প্রশ্নাবলি ঃ

১। দক্ষ বাজারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৮.১.২ নং দ্রষ্টব্য।

২। বাজার দক্ষতায় প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৮.১.৩ নং দ্রষ্টব্য।

৩। বাজার দক্ষতা/হাইপথেসিসের এর প্রকারভেদ আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৮.১.৪ নং দ্রষ্টব্য।

৪। বাজার দক্ষতায় পোর্টফোলিও এর ভূমির আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৮.১.৬ নং দ্রষ্টব্য।

৫। ঋণের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৮.২.২ নং দ্রষ্টব্য।

৬। শেয়ারপ্রতি আয়ের উপর আর্থিক লিভারেজের প্রভাব আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৮.২.৭ নং দ্রষ্টব্য।

৭। লভ্যাংশ নীতি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৮.৩ নং দ্রষ্টব্য।

৮। লভ্যাংশ নীতির প্রকারভেদ আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৮.৩.৩ নং দ্রষ্টব্য।

৯। লভ্যাংশ ঘোষণা না করার পরিণাম বা ফলাফল আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৮.৩.৬ নং দ্রষ্টব্য।